■ জনবিজ্ঞান/জনসংখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যসমূহ (Purpose of Population Analysis)

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যাকে দেখে থাকেন এবং বিশ্লেষণ করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতেই জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তরকে সামনে রেখে জনসংখ্যার বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। জনসংখ্যাতত্ত্ববিদগণও সমাজের কল্যাণমূলক প্রচেষ্টার সঙ্গেই যুক্ত। সুতরাং তাদের পক্ষেও জনসংখ্যা বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। জনসংখ্যা বিজ্ঞান আলোচনায় মূলত তিনটি বিষয় প্রাধান্য পায়। জন্মসংখ্যা/প্রজননশীলতা, মৃত্যুসংখ্যা/মরণশীলতা ও স্থানান্তর। এই তিনটি বিষয়কে ঘিরে জনসংখ্যার সব রকমের পরিবর্তন ও সম্পর্কিত ব্যাপক আলোচনা বিভিন্ন ক্ষেত্রে করা হয়। এ ছাড়াও জনসংখ্যা বিশ্লেষণের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি—

(1) জনসংখ্যার গঠন ও বিন্যাস, তার পরিবর্তন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেওয়া, যেমন—বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে জনসমগ্রকের গঠন কাঠামো, নির্ভরশীলতার হার, প্রজনন, জন্ম ও মৃত্যু হার, স্থানান্তর, স্বাভাবিক বৃদ্ধি ইত্যাদি।

(2) উপরিউক্ত মৌলিক বিষয়গুলির বাস্তবানুগ যুক্তিসংগত, গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা।

(3) জনবিজ্ঞান অধ্যয়নের বড়ো উদ্দেশ্য হচ্ছে কী ধরনের পরিবর্তন আগামী দিনে হতে পারে ও জনজীবনে তার সম্ভাব্য প্রভাবের পূর্বাভাস দেওয়া এবং প্রতিকারের পথ খুঁজে বের করা।

সবশেষে বলা যায় যে, জনসংখ্যা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হল কিছু স্বাধীন জনতাত্ত্বিক চলকের সঙ্গে অন্যান্য স্বাধীন চলক যেমন—সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রজননিক, মনস্তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক চলকের সম্পর্কস্থাপন ও বিশ্লেষণ। অন্যভাবে একটি জনতাত্ত্বিক চলকের বা বৈশিষ্ট্যের ওপর অ-জনতাত্ত্বিক কোনো চলকের বা বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পরীক্ষা করা জনসংখ্যা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য।

■ জনতত্ত্বের বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে ভৌগোলিক ও সামাজিক বিজ্ঞান (Subject Matter of Demography aspect of Geographical and Social Science)

আধুনিক জনসংখ্যা বিজ্ঞান শুধুমাত্র অর্থনীতি বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয় নয়। এটি জীববিজ্ঞানী, পরিবেশতত্ত্ববিদ, ভূগোলবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিদ, পরিসংখ্যানবিদ, মনোবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ প্রমুখ বিশারদদের নিজ নিজ বিষয়ের ওপর প্রভাব ফেলেছে। কারণ ওইসব আলোচনা বর্তমানে আর জনসংখ্যাকে ঘিরে নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ সর্বত্র বিস্তৃত। সুতরাং, জনবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিস্তৃত।

জনসংখ্যা তত্ত্ব বিশ্লেষণের বিপরীতে আমরা দু-ধরনের 'জনসংখ্যা অধ্যয়ন' দেখতে পাই। প্রথমত, যেখানে অসংখ্য তাত্ত্বিক চলকসমূহের দ্বারা জনসংখ্যা-তাত্ত্বিক চলকসমূহের ব্যাখ্যা করা হয় এবং দ্বিতীয়ত, যেখানে জনসংখ্যা তাত্ত্বিক চলকসমূহের দ্বারা অন্যসব চলকসমূহকে ব্যাখ্যা করা হয়।

● **কোন্‌টি বেশি প্রয়োজন (Which is More Applicable) :** পি. এম. হোজার-এর 'জনসংখ্যা তত্ত্ব বিশ্লেষণ' এবং 'জনসংখ্যা অধ্যয়ন' নামক দুটি বিষয়কে যথাক্রমে—মৌল জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং সামাজিক জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে অভিহিত করা যায়। এটা স্পষ্ট যে, তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যা অধ্যয়ন বা সামাজিক জনসংখ্যা তত্ত্বের পরিধি অনেক বেশি ব্যাপক এবং এর প্রত্যয় পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তগুলি এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। এর একটি কারণ, এটি ভিন্ন প্রকৃতির চলকসমূহের মধ্যে ভিন্নতর বিজ্ঞানসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পর্ক আবিষ্কার বা স্থাপনের চেষ্টা করে থাকে। এই ধরনের প্রচেষ্টা তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক বলে এর সাফল্য বেশি উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু এর প্রয়োজন এখন সর্বজনস্বীকৃত।

■ জনতত্ত্বের মৌলিক বিষয়সমূহ (Basic Concepts of Demography)

জনবিজ্ঞান বিশ্লেষণ সমাজবিজ্ঞানের শাখা হলেও এর পরিধি এবং বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিস্তৃত। যদিও জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তরকে জনবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় বলে অভিহিত করা হয়, তথাপি ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি অনুযায়ী সমাজবিজ্ঞানের সব শাখা এসব বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কাজেই জনবিজ্ঞান সম্পর্কে অসংখ্য মৌলিক ধারণার অবতারণা করা যায়। জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তর সম্পর্কে অন্যান্য অধ্যায়েও ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র জনবিজ্ঞানজনিত কিছু মৌলিক বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। নীচে কয়েকটি মৌলিক ধারণার কথা উল্লেখ করা হল—

Scanned with CamScanner

(1) জনবিজ্ঞানজনিত চলকের একক (Demographic Unit of Variables) : জনবিজ্ঞান বিশ্লেষণে বিভিন্ন দিক অধ্যয়নের জন্যে বিভিন্ন ধরনের চলকের ব্যবহার করা হয়। যেমন—তথ্যের সেট, হার ও অনুপাত ইত্যাদি।

(2) জনবিজ্ঞানজনিত পর্যবেক্ষণ (Demographic Observation) : জনসংখ্যা বিষয়ক যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে এর বিভিন্ন তথ্য ও তাত্ত্বিক সম্পর্কের পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়।

(3) বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (Objective and Prosperities) : বিভিন্ন সময়ের জনসংখ্যা বিশ্লেষণের নানারকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রতি লক্ষ রেখে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার প্রবাহ বা গতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা প্রদান করা যায়। যেসব বিষয় বা উপাদান ভবিষ্যতের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের ওপর যতদূর সম্ভব দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখে বিশ্লেষণে অগ্রসর হতে হয়।

(4) হার ও অনুপাত (Rate and Ratios) : জনবিজ্ঞানে জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন রকমের হার ও অনুপাতসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই হার ও অনুপাত থেকে জনবৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন ধারণা নেওয়া যায়।

(5) জনসংখ্যার শ্রেণিবিন্যাস ও সংযুক্তি (Types and Composition of Population) : জনসংখ্যার শ্রেণিবিন্যাস ও সংযুক্তি বলতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে জনসংখ্যার পরিমাণ, বয়স কাঠামো, শ্রমশক্তি এবং অন্যান্য বিষয়াদির বিশ্লেষণ বোঝায়।

(6) ঝুঁকি ও মান নির্ধারণ (Risk and Standerdisation) : ঝুঁকি ও মান নির্ধারণ বলতে সময় ও অন্যান্য কারণে জন্ম, মৃত্যু, বয়স কাঠামো, বিবাহ, স্থানান্তর ইত্যাদি বিষয়ে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেসব পার্থক্য ও ঝুঁকিকে বিবেচনা করে মোটামুটি একটা মান নির্ধারণ করে বিশ্লেষণে অগ্রসর হতে হয়।

(7) গোত্রপুঞ্জ এবং বংশধর (Cohort and Generation) : গোত্রপুঞ্জ যাকে Cohort বলে এবং মানুষের (A group of people) বয়স অতিক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে একই হারে বৃদ্ধি পেলে Cohort এর জীবিত জনসংখ্যা হ্রাস পাবে, একসময় আসবে যখন Cohort এর কেউ বেঁচে থাকবে না। আর যদি একই সময়ে সব মানুষের হিসাব একত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাকে বংশধর বা সমকালীন জনসংখ্যা বিশ্লেষণ বলে।

(8) জীবন সারণি অধ্যয়ন : বয়স, সময় এবং জীবন সম্ভাবনা তালিকার ইতিহাস (Age, time and life table) বিশ্লেষণ জনবিজ্ঞানের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(9) পরিবার এবং গার্হস্থ্য (Family and Household) : স্ত্রী-পুরুষ ভেদে জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তর, বিবাহ, পেশা, বর্ণ, জাতীয়তা, সর্বোপরি সামাজিক এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর বিভিন্ন প্রকারের প্রভাব এবং তার বৈষম্যমূলক (differentials) আচরণের শ্রেণিবিভাগ ইত্যাদি জনবিজ্ঞান বিশ্লেষণের আওতায় পড়ে।

(10) শ্রমশক্তি (Labour Force) : যে-কোনো অর্থনীতির জন্যে শ্রমশক্তি গুরুত্বপূর্ণ। দু-শ্রেণির শ্রমশক্তি রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ও অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল বা অক্ষম শ্রমশক্তি। কর্মক্ষম শ্রমশক্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে উন্নত দেশগুলিতে এবং হ্রাস পাচ্ছে অনুন্নত দেশগুলিতে। অনুন্নত দেশে গৃহিণী, ছাত্র, নিরক্ষর শিশুর সংখ্যা বেড়েছে। এতসব সত্ত্বেও কর্মক্ষম ও দক্ষ শ্রমশক্তি কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় তা যে-কোনো অর্থনীতির লক্ষ্য এবং জনবিজ্ঞান অধ্যয়নের আলোচ্য বিষয়।

(11) জনসংখ্যা নীতি (Population Policy) : জনসংখ্যা উন্নয়ন জনসংখ্যা নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক। সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হলে জনসংখ্যা নীতির পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। যে দেশের জনসংখ্যা নীতি যত উন্নত সে দেশ তত বেশি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত। জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তর, পেশা, গঠন বিন্যাস ও সংযুক্তি, শিক্ষা, কৃষি, চাকুরিজীবী, শ্রমিক, রাজনীতিবিদ, ছাত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রের উন্নয়ন করতে সুষ্ঠু জনসংখ্যা নীতির প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক।

■ জনসংখ্যা বিবর্তন বা পরিবর্তন তত্ত্ব বা মডেল (Demographic Transition Model)

● **ধারণা :** জনসংখ্যার বিবর্তন বলতে সাধারণভাবে কোনো দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তনের ক্রমপর্যায়কে বোঝায়। জনসংখ্যা পরিবর্তনের এই ক্রমপর্যায়গুলি সংশ্লিষ্ট দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহার এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় এবং তা দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম। যেমন—

(1) কোনো দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহার বেশি হলে সেই দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে এবং সেই দেশের অর্থনৈতিক অবনতি হয়। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা দুর্বল হয় ও মানব সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ঘটে না।

Scanned with CamScanner

(2) কোনো দেশের জন্মহার মৃত্যুহারের থেকে বেশি হলে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে এবং এর ফলে শিল্পোন্নয়নের কেন্দ্রীয় দেশের উন্নয়ন শুরু হয় মানব সমাজকে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য।

(3) কোনো দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই নিম্নমুখী হলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হ্রাস পায়। এর ফলে সেই দেশের আধুনিক কৃষি, শিল্প, ব্যাবসা ও বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ও সুদৃঢ় সামাজিক ভিত্তি পরিলক্ষিত হয় এবং মানব সম্পদের ব্যবহারে আরও বৈচিত্র্য দেখা যায়।

(4) কোনো দেশের জন্মহার নিম্ন হলে ও মৃত্যুহার অতি নিম্নমুখী হলে জনসংখ্যার স্থিতাবস্থা পরিলক্ষিত হয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা হ্রাস পায়। ফলে সবল অর্থনীতি দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা হয়ে থাকে এবং মানব সম্পদের জোগান সাময়িকভাবে হ্রাস পায়।

● **পর্যায় :** যুগে যুগে জনসংখ্যা ও জনবসতির পরিবর্তন ঘটছে। জনসংখ্যার এই ক্রমপরিবর্তন চিত্রের নাম জনসংখ্যা ক্রমপরিবর্তন মডেল (Demographic Transition Model)। জনসংখ্যার এই পরিবর্তন এ যুগে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও সম্পদ সমীক্ষকদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। সমীক্ষকগণ জনসংখ্যার এই ক্রমবিবর্তনের অবস্থাগুলিকে চারটি পর্যায়ে (into four phases) ভাগ করেছেন।

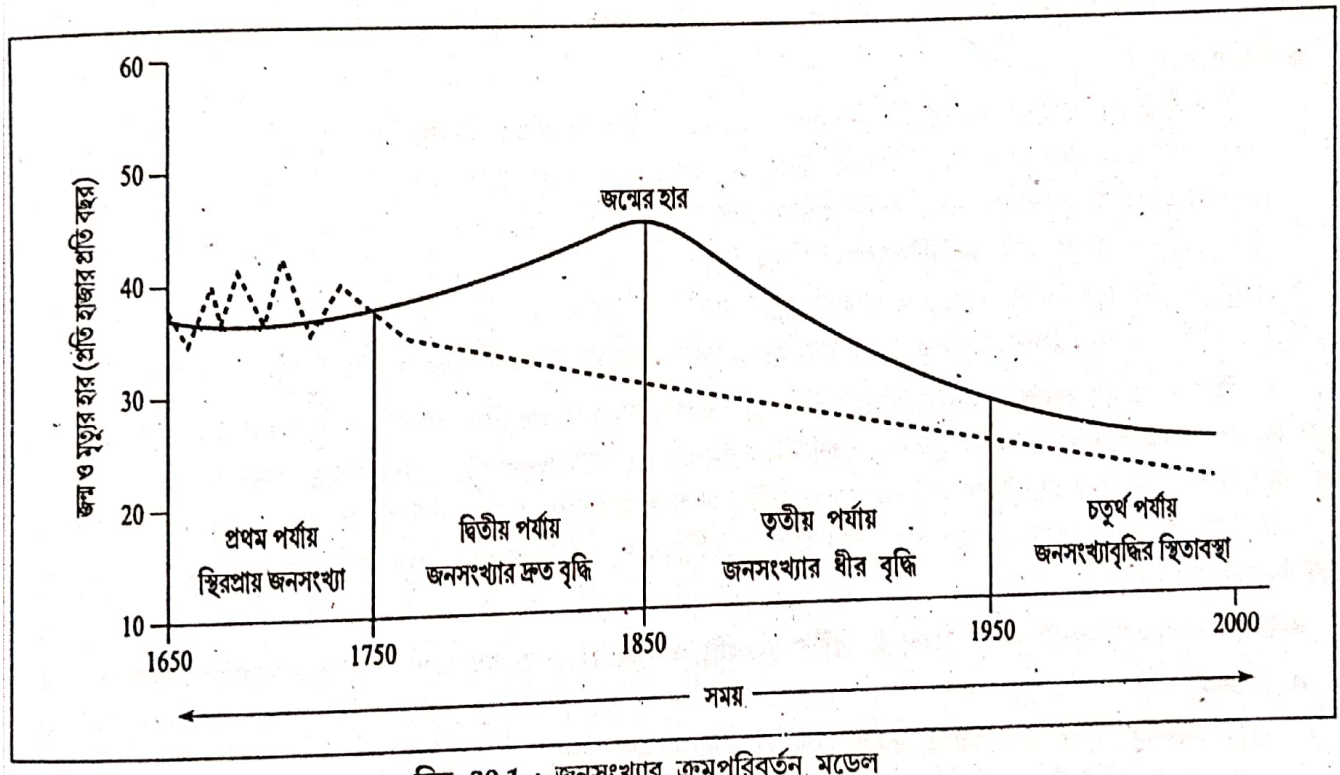

চিত্র 30.1 : জনসংখ্যার ক্রমপরিবর্তন মডেল

(1) **প্রথম পর্যায়ের অবস্থা :** পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে মধ্যযুগের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিশাল যুগকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই পর্যায়ে মানুষের জন্মের ও মৃত্যুর হার ছিল অত্যন্ত বেশি। সমাজ ছিল কৃষিভিত্তিক। মানুষ তার দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করত। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে অকালে মানুষ কর্মক্ষমতা হারাত। জন্মের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশি; আবার শিশুমৃত্যুর হারও ছিল অনেক। এ ছাড়া যুদ্ধবিগ্রহ, জরা, ব্যাধি, মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহু লোক প্রাণ হারাত। ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ছিল অতি সামান্য। এই ধরনের জনসংখ্যাকে স্থির বা অনড় জনসংখ্যা (Stationary Population) বলা হয়। বর্তমান সমাজে এর দৃষ্টান্ত বিরল। কারণ বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির ফলে মৃত্যুর হার কমে গেছে।

● **উদাহরণ :** রুঙ্গো অববাহিকায় পিগমি অধিবাসীদের মধ্যে স্থির বা অনড় জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি লক্ষ করা যায়। আফ্রিকা মহাদেশের জাম্বিয়া, গ্যাবন প্রভৃতি দেশে এই পর্যায় পরিলক্ষিত হয়।

Scanned with CamScanner

● **বৈশিষ্ট্য :**

(i) জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশি,
(ii) জন্মহার মৃত্যুহারের থেকে বেশি হওয়ায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ঊর্ধ্বমুখী,
(iii) কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ও কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থা,
(iv) নিম্নবিত্ত উন্নয়নশীল দেশের অন্যান্য দুর্বল আর্থসামাজিক পরিকাঠামো,
(v) অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার কম।

(2) দ্বিতীয় পর্যায়ের অবস্থা : এই পর্যায়ে দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধির অবস্থা লক্ষণীয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মৃত্যুর হার হ্রাস পায়। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। এই পর্যায়ে স্বাভাবিক বৃদ্ধি বেশি; মানুষের গমনাগমন বা স্থানান্তর (Migration) বিশেষ নেই। চাষের জন্য স্থায়ী জমি নির্দিষ্ট; নিবিড় পদ্ধতিতে যে কৃষিকাজ হয় তাতে মানুষের সংকুলান হয়ে যায়। আদিম কৃষির অর্থনৈতিক অবস্থার থেকে এই পর্যায়ের কৃষির অবস্থা অনেকটা সচ্ছল; এই অবস্থায় জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এক লক্ষণীয় চিত্র।

● **উদাহরণ :** প্রধানত আফ্রিকা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে এবং দক্ষিণ আমেরিকার অল্প কয়েকটি দেশে বর্তমানে এই চিত্র বর্তমান। চিন, ভারত, বাংলাদেশ, ইতালি, গ্রিস, রোমানিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশেও এই পর্যায় লক্ষণীয়।

● **বৈশিষ্ট্য :**

(i) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মহার অনিয়ন্ত্রিত এবং ফলস্বরূপ জন্মহার ঊর্ধ্বমুখী।
(ii) আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় মৃত্যুহার ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।
(iii) জন্মহার মৃত্যুহার অপেক্ষা বেশি হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
(iv) দেশের আর্থসামাজিক পরিকাঠামো ধীরে ধীরে মজবুত হয়।
(v) এই পর্যায়ে মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
(vi) অর্থনৈতিক অবস্থা প্রধানত মিশ্র প্রকৃতির হলেও আর্থসামাজিক নীতির মূলভিত্তি হল কৃষিকাজ।

(3) তৃতীয় পর্যায়ের অবস্থা : মৃত্যুর হারের ধীর হ্রাস এবং জন্মের হারের ধীর পদক্ষেপ এই পর্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি দ্বিতীয় পর্যায়ের তুলনায় বেশ ধীরে ধীরে হয়। তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি আছে; কারণ মৃত্যুর হার অত্যন্ত কম। অনেকক্ষেত্রে জন্মের হার শিল্পোন্নতি ও সম্পদ সৃষ্টির সঙ্গে সমান্তরালে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে জনসংখ্যার গতি নিম্নমুখী হয়। এই নিম্নমুখী জনসংখ্যার অবস্থা লক্ষ করা যায় পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশসমূহে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে।

● **উদাহরণ :** বিশেষত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে এই পর্যায় পরিলক্ষিত হয়।

● **বৈশিষ্ট্য :**

(i) চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটায় মৃত্যুহার অনেক হ্রাস পায়।
(ii) জন্মহার কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে যায়।
(iii) উদ্‌বৃত্ত জনসংখ্যার চাপ কমে যাওয়ায় আর্থসামাজিক পরিকাঠামো উন্নত হয়।
(iv) শ্রমশক্তি ও সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

(4) চতুর্থ পর্যায়ের অবস্থা : এই পর্যায়ের চিত্রে জন্মের হার অল্প ও মৃত্যুর হার অল্প। জনসংখ্যার সাধারণ বৃদ্ধি লক্ষণীয়, এই অবস্থাকে **জনসংখ্যাবৃদ্ধির শূন্য অবস্থা** (Stage of Zero Population Growth) বলা হয়। এই অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন উন্নত শহুরে অর্থনীতির (Highly Urbanized Economy), যার বিকাশ উত্তর-শিল্পায়নের যুগে (Post Industrial Economy) ঘটে থাকে। বর্তমানে বিশ্বের অতি সামান্য কয়েকটি দেশের জনসংখ্যা সেই স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

● **উদাহরণ :** পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

● **বৈশিষ্ট্য :**

(i) জন্মহার সুনিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এই পর্যায়ের জনসংখ্যা কম।
(ii) জন্মহার ও মৃত্যুহার প্রায় সমান হওয়ায় জনসংখ্যা স্থিতিশীল হয়।

Scanned with CamScanner

(iii) এই পর্যায় উন্নত অর্থনীতির ও সচেতন সমাজব্যবস্থার পরিচয় দেয়।

(iv) জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত উন্নত হয় এবং মানুষের জীবনযাত্রা অধিক মাত্রায় ভোগের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

সুতরাং জনসংখ্যার ক্রমপরিবর্তন ও ক্রমবিন্যাস একটি দেশকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই আগের অবস্থায় যেখানে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার থাকে সীমিত গণ্ডির মধ্যে বা পূর্বের অবস্থায়, যেখানে সামান্য বা বিশেষ জনসংখ্যার বৃদ্ধি নেই। অবশ্য বিশেষ দুটি পার্থক্য এর মধ্যে থেকে যায় :

(a) জনসংখ্যার ক্রমপরিবর্তনের প্রথম অবস্থায়, জন্ম ও মৃত্যুর হার ছিল বেশি, সাধারণভাবে 35 থেকে 40 জন প্রতি হাজারে। ক্রমপরিবর্তনের প্রথম অবস্থায় জনসংখ্যা দাঁড়ায় 15 জন প্রতি হাজারে।

(b) কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা প্রথম অবস্থায় এসে কিন্তু থেমে থাকছে না, অবশ্যই বাড়ছে এবং বৃদ্ধি বেশ লক্ষ করার মতো।

Scanned with CamScanner